ফিলিস্তিনে ইসরাইলিদের বর্বর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

ফিলিস্তিনে ইসরাইলিদের বর্বর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সেমিনার করেছে বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন, মেহেরপুর জেলা শাখা।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের হলরুমে মানবাধিকার বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি সাংবাদিক রফিকুল আলম। এতে উপস্থিত ছিলেন ড. গাজীউর রহমান, মেহেরপুর সই উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ একরামুল আজীম, জেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ মুনসুর আলী এবং কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা তালিব উদ্দিন।

মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের পরিচালক এম এ মুহিত। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দিলারা জাহান।

গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা ও নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতা ও নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (৭ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর পৌরসভার

সামনে সাধারণ জনগণের আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন আসিফ নাজ সুলতান।

বক্তারা বলেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পবিত্র রমজান মাসেও ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী হামলা চালিয়ে শত শত নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। বিশ্ব মানবতার এই সংকটময় সময়ে আমাদের সবাইকে নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের দায়ে নেতানিয়াহু সরকার ও ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আনতে হবে।

তারা আরও বলেন, গাজায় শুধু মুসলমানরা নয়, বরং গোটা বিশ্ব মানবতাই আক্রান্ত হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে অবৈধ দখলদার ইসরায়েল স্বাধীন ফিলিস্তিনের ওপর লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেনি, বরং পুরো গাজা উপত্যকা দখলের ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্বনেতাদের অবশ্যই এই ন্যাক্কারজনক হামলা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক সংগঠন ধ্রুবতারা ইউথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ফয়সাল হোসেন, ইশতিয়াক উদ্দিন অর্ণব, রোকন খন্দকার, সুরুজ, জাহিদ, রাহিদুজ্জামান, রজনী, সাদিয়া এবং অন্যান্য সাধারণ জনগণ।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবী ও ফিলিস্তিনে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবিতে ও ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির আয়োজনে

শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মিছিলটি প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, সদস্য সচিব মো: মুজাহিদুল ইসলাম, জাতীয় নাগরিক কমিটির মেহেরপুরের প্রতিনিধি মো: হাসনাত জামান সৈকত, খন্দকার মুইজ উদ্দিন, গাংনীর প্রতিনিধি আমির হামজা।

এসময় জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বাড়ি-ঘরে হামলা ভাংচুর ও লুটপাট

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে প্রতিপক্ষের হামলায় বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার (২০ মার্চ) সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার হাকিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, গত ১১ ফেব্রুয়ারি গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারিতে মোশারফ নামে একজনের মৃত্যু হয়।

এরই জেরে গত কয়েকদিন ধরে ওই গ্রামের জব্বার মন্ডল, সাঈদ মন্ডল, রমজান, নাজমুল, ঠাণ্ডুসহ বেশ কয়েকজনের বাড়িঘরে ভাংচুর ও লুটপাট করছে প্রতিপক্ষরা বলে জানা যায়।

বৃহস্পতিবার সকালে আকুলের বাড়ি ভাংচুর ও ফসলি জমি লুটপাটের শিকার হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ রউফ খান জানান, উপজেলার হাকিমপুর গ্রামে প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা শোনার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি।

বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে।

এবার বিয়াই বাড়ির হামলায় আহত বিয়াইনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে দুটি পরিবারের মধ্যে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

গকতাল শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
নিহত মাহফুজা খাতুন গাংনী উপজেলা বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুর রশিদের স্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রæয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মাহফুজা খাতুন ও তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানাকে বিয়াই বাড়ির লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছিল।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মাহফুজা খাতুনের অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। দুইদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় আমি এখন মামলা করার জন্য গাংনী থানায় রয়েছি।
রাসেল আহমেদ জানান, আমার বড় ভাই সোহেল রানার সাথে প্রায় আড়াই বছর আগে একই গ্রামের শওকত আলীর মেয়ে পিংকির বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিলনা। কয়েক দিন আগে আমার ভাই সোহেল রানা ও ভাবি পিংকির মাঝে মনোমালিন্য হয়। আমাদের বাড়ি এসে ঘটনাটি পিংকির চাচী দুলাল হোসেনের স্ত্রী রেবেকা খাতুন শোনেন। পরে তাঁদের পরিবারের মাঝে সত্য মিথ্যা বলে উস্কে দেন। পরে পিংকির পিতার পরিবারের লোকজন গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাড়ির উপর এসে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিশোঠা নিয়ে হামলা

করে। এতে আমার আব্দুর রশিদ মা মাহফুজা খাতুন, ও ভাই সোহেল রানা জখম হন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিই।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এঘটনায় নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ বাদী হয়ে একটি লিখিত এজাহার দিয়েছেন। মামলা রুজ্জু প্রক্রিয়াধীন রয়েছেন।

মহেশপুরে পূর্ব শত্রুতার জেরে ড্রাগন বাগানে হামলা

ঝিনাইদহের মহেশপুরে পূর্ব শত্রুতার জেরে ইদ্রিস আলী নামের এক কৃষকের ২০ শতক জমির অন্তত ২ হাজার ড্রাগন গাছ কেটে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা।

মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) ভোররাতের দিকে উপজেলার মালাধরপুর গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, কৃষক ইদ্রিস আলী তিন বছর আগে বেলতলা মাঠে ২০ শতক জমিতে ড্রাগন ফলের আবাদ করেছিলেন। মঙ্গলবার ভোররাতের দিকে তার বাগানের সকল গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

কৃষক ইদ্রিস আলী বলেন, ‘আমাদের জমি নিয়ে পাশ্ববর্তী আজমপুর গ্রামের মজিবর ও তার পরিবারের সঙ্গে বিরোধ ছিল। এর আগেও গত বছরের ১৫ নভেম্বর এক বিঘা জমির ড্রাগন বাগান কেটে ফেলেছিল তারা।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়েজ উদ্দিন বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। ভুক্তভোগী ওই কৃষক লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ছাত্র আন্দোলনকারীর ওপর হামলা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোদ্ধা ইশতিয়াক আহমেদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ন আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সিয়াম আহমেদ, ইশতিয়াক আহমেদ, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে আওয়ামী সন্ত্রাসী ও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, দেশকে অস্থিতিশীল করতে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রলীগ বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ইসতিয়াক আহমেদের ওপর আওয়ামী সন্ত্রাসী ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে এবং আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যদের নানা ধরনের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দুর নেতৃত্বে তালসারি ইকো পার্কে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মুজিবনগরের আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা উপস্থিত ছিল। মেহেরপুর শহরজুড়ে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের দেওয়াল লিখন করা হয়েছে যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।

তারা বলেন, এই ঘটনাগুলো মেহেরপুরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের জন্য নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। তারা অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা

স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাওসহ রাজপথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

পরে পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানমের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

মেহেরপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের উপর হামলা মামলায় কাউন্সিলর গ্রেফতার

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে সন্ত্রাস বিরোধী দমণ আইনে দায়ের করা মামলায় মেহেরপুর পৌর সভার ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজীবকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ায় পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। নুরুল আশরাফ রাজীব শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার আশরাফুল ইসলামের ছেলে ও মেহেরপুর পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের দুইবারের নির্বাচিত কাউন্সিলর।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ মেসবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নুরুল ইসলাম রাজিব বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীর উপর হামলার অপরাধে দায়ের করা জিআর ২৬৩/২৫ নং মামলার এজাহার নামীয় ৩৮ নং আসামি। মেহেরপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত জামান বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালতের বিচারক মঞ্জুরুল ইমামের আদালতে মামলার আবেদন করলে। আদালত আবেদনটি

আমলে নিয়ে সদর থানাকে এজাহার নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন।

মামলায় সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয় ১০০ জনকে। মামলায় প্রধান আসামি করা হয় সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। এছাড়াও মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সৈয়দ মোনালিসা ইসলাম, মন্ত্রীর ভগ্নিপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ও মন্ত্রীর ছোট ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, সদর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মন্ত্রীর নিকট আত্মীয় মোমিনুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুস সালাম বাঁধন, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহফুজুর রহমান, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম।

মামলার আরজিতে উল্লেখ করা হয়, ৪ আগস্ট মেহেরপুর পৌর শহরে একটি সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। সমাবেশ থেকে পরদিন ৫ আগস্ট মিছিল সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেনের নির্দেশে শহরের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনে যোগ দেওয়া শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে লাঠিপেটা করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

পরদিন দুপুরে ছাত্র-জনতা এক দফা দাবি নিয়ে মাঠে নামলে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করেন। এতে চারজন শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন আহত হন। মামলায় সাবেক মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, মন্ত্রীর বোন শামীম আরা হিরাকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ও পুলিশ।

এই মামলায় সম্প্রতি ফরহাদ হোসেনকে দুই দিনের রিমান্ড নিয়েছে। বর্তমানে তারা জেল হাজতে রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রীর স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম পলাতক রয়েছে।

গাংনীতে যুবলীগ নেতার হামলায় বিএনপি নেতা ও তার ছেলে আহত

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামে ইউনিয়ন যুবলীগ হাফিজুর রহমান হাফিজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলাপাতাড়ি কুপিয়ে গ্রাম বিএনপির নেতা আব্দুর রহিম (৬৫) ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন (২৭) গুরুতর জখম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল রবিবার (২৬ জানুয়ারী) দিবাগত রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের দক্ষিণ তেঁতুলবাড়ীয়া পাড়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আব্দুর রহিম ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন প্রথম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আজকে রাতে স্থানীয় মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কথা চলছিল। এসময় যুবলীগ নেতা হাফিজ ও বিএনপির স্থানীয় নেতা আব্দুর রহিমের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এর জের ধরে হাফিজ তার লোকজন ধারালো কুড়াল দিয়ে বিএনপি নেতা আব্দুর রহিমকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এসময় তার ছেলে ফিরোজ হোসেন তার বাবাকে বাঁচাতে এলে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এসময় গুরুতর আহতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে ভর্তি করেন। পরে সেখানে তাদের অ্বস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ দীর্ঘদিন যাবৎ তার নিজ ফেসবুকে বিএনপি ও প্রধান উপদেস্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও উস্কানিমুলক পোষ্ট দিয়ে থাকেন।

এদিকে এই হামলার পরপরই গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে আহতদের

দেখতে যান এবং চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। তিনি হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজ ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর লোকজনকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানান।

এদিকে, এই হামলার পরপরই যুবলীগ নেতা হাফিজুলের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে ফেসবুকে এসে লাইভ করে অভিযোগ করেছেন তিনি।

হাফিজ ফেসবুক লাইভে বলেছেন, আব্দুর রহিম ও তার লোকজন প্রথমে আমার বাড়িতে হামলা করেছে। আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে মারধর ভাঙচুর করেছে। তবে, লাইভ করার পরপরই পালিয়ে গেছেন হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে, এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেনো না ঘটে সেব্যাপারে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

আহত পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুরের সুবিদপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ৩

মেহেরপুরে সরকারি বিধি না মেনে সেচ পাম্প স্থাপনের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় তিন জন আহত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। হামলার ঘটনায় ৮ জন কে অভিযুক্ত করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন- সুবিদপুর গ্রামের মৃত ইমাজ উদ্দিনের ছেলে মো: হাফিজুর রহমান (৬০), মো: শহিদুল ইসলাম (৫৭), মো: ইয়ারুল ইসলাম (৫০), মো: আসাদুল (৫৫), একই গ্রামের মো: হুসাইন (৩৮),মো: আশরাফুল ইসলাম (৩৮), মো: আতিকুর রহমান (৪৮), মো: শামসুজ্জোহা

(৫০)।

অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার ১২ টার দিকে সৌর সেচ প্রকল্প বসানোকে কেন্দ্র করে সুবিদপুর কুসু বেড়ে মাঠে কথকাটাকাটির এক পর্যায়ে অভিযুক্তরা ইয়ারুল ইসলাম ও তার ভাই জিয়ারুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হকের উপর হামলা চালিয়ে মারাত্মক জখম করে। বর্তমানে আহতরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।